বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

সিএজি নিউজ

বিশেষ সংখ্যা ॥ মার্চ ২০১৮

www . cag . org . bd

সম্প্রসারিত অডিট ভবন

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ, বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশনের (সম্প্রসারিত অডিট ভবন) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশন তথা বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় 'অডিট ভবন' নামে সুপরিচিত। এটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কাকরাইলে অবস্থিত ২১৬০০ বর্গফুট জায়গার ওপর নির্মিত সুরম্য একটি ভবন। নবনির্মিত এই ভবনটিতে তৎকালীন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সালে। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ৫ (পাঁচ) তলা বিশিষ্ট এই ভবনটির আয়তন ছিল প্রায় ৫০০০০ বর্গফুট। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভবনটির (ষষ্ঠ-অষ্টম তলা) সম্প্রসারিত অংশের কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের ০৯ই ফেব্রুয়ারি, যা সমাপ্ত হয় ২০১৭ সালের ৩০শে জুন। প্রায় ৩৩০৮৪ বর্গফুট আয়তনের সম্প্রসারিত অংশ নির্মাণে খরচ হয়েছে ৮,৫৬,৯৭,৯৮৯ (আট কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শো উননব্বই) টাকা। সম্প্রসারিত অংশটিতে রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, আইটি ল্যাব, লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, ভিআইপি স্যুইট এবং সেমিনার হল যার সাথে সংযুক্ত রয়েছে লাউঞ্জ এবং লবি। নবনির্মিত কাঠামোটি ভবনটিকে দিয়েছে এক অনন্য স্থাপত্যশৈলী এবং নান্দনিকতা। ভবন সম্প্রসারণের ফলে স্থান সংকুলানের যে সমস্যাটি ছিল তা অধিকাংশ দূরীভূত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্প্রসারিত অডিট ভবনের শুভ উদ্বোধন

সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেস্টুন ও ফুল দিয়ে সুসজ্জিত অডিট ভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মাসুদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, এমপি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, পিএ কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ, প্রাক্তন সিএন্ডএজি মহোদয়গণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, এনবিআর চেয়ারম্যান, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকাল ১০:০১ মিনিটে বোতাম টিপে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত অডিট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অডিট ভবনে স্বাগত জানান সিএজি মহোদয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ডিসিএজি (সিনিয়র) জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কাঠামোয় এ কার্যালয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা পরিবেশন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় সাংবিধানিক ওভারসাইট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিএন্ডএজির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করে ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। পরবর্তীতে সিএন্ডএজি অফিসের কর্মকান্ডে ১৯৭৪ সালে অতিরিক্ত ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে সরকারী হিসাব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

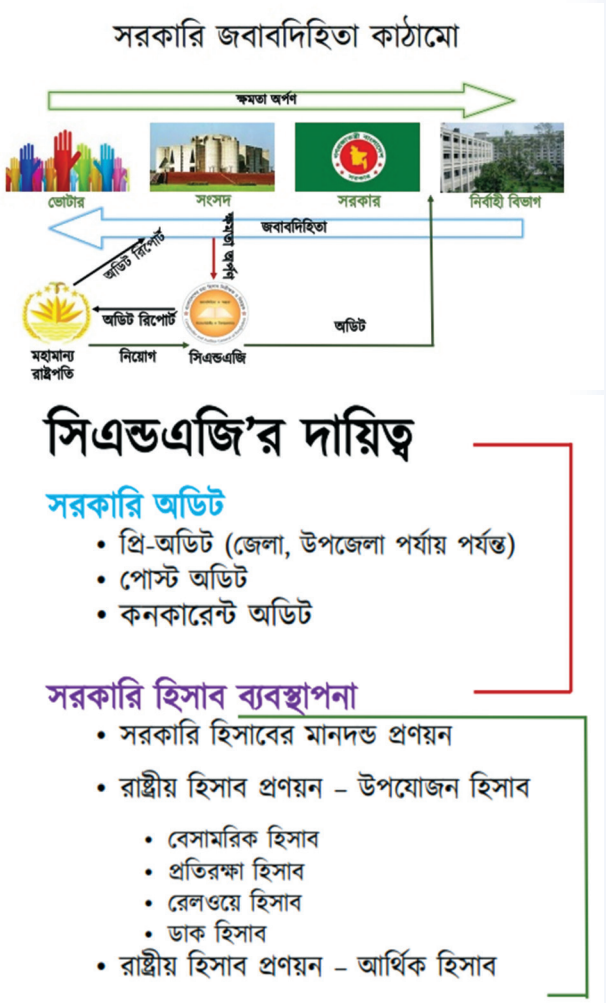

সংবিধান অনুচ্ছেদঃ ১২৭-১৩২

সংবিধানে অর্পিত এ দায়িত্ব বাস্তবায়নে সিএন্ডএজি কার্যালয় এর নিজস্ব প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৩ - ২০১৮ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উলেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিএজি (সিনিয়র) জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

তিনি তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যে সিএন্ডএজির কার্যালয়ের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও অর্জনসমূহ, অডিটের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপসমূহ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের পাশাপাশি অডিট পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারনা দেন। সর্বশেষ তিনি তাঁর বক্তব্যে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের নিম্নোক্ত অঙ্গীকারসমূহ ব্যক্ত করেন

- যথাসময়ে অডিট এবং মানসম্মত রিপোর্ট প্রণয়নের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
- পারফর্মেন্স অডিটের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে আইটি অডিট প্রবর্তন করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এনভায়রনমেন্টাল অডিট প্রবর্তন করা।
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সরকারকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হটলাইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- সিএন্ডএজি কার্যালয়কে পেশাদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অর্থ সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

অর্থ সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সিএন্ডএজিকে প্রদত্ত সাংবিধানিক 'কম্পট্রোলারশিপ'-এর দায়িত্ব পালনের সহায়তাকারী হিসেবে সিজিএর প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো

- অনলাইন পে-ফিক্সেশন এবং পেনশন ফিক্সেশন।
- হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন (আইবাস++)।
- চেক লেখার পরিবর্তে অনলাইনে বিল পরিশোধ (ইএফটি)।
- অনলাইনে চালান ভেরিফিকেশন।
- অনলাইনে বিল নিষ্পত্তির হালনাগাদ অবস্থা প্রদর্শন।
- পেনশন প্রক্রিয়া অধিকতর সহজীকরণ।

এসকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সিজিএ শুধু হিসাবরক্ষণই করেন না, তিনি অর্থ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রক হিসেবেও কাজ করে থাকেন যা আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতারই অন্যতম অংশ। তিনি বলেন, অডিট প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপনের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সিএজি কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত অডিটের পাশাপাশি পারফর্মেন্স ও ইস্যুভিত্তিক অডিটের ওপর জোর দেয়ার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষভাগে জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে অডিট বিভাগের জনবল বৃদ্ধি না পাওয়ার বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন এবং জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, এমপি

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, এমপি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সিএজি কার্যালয় প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সিএজি কার্যালয় প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি পদ্মাসেতুর বাস্তবায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, রেমিটেন্স আয় বৃদ্ধি প্রভৃতির বিষয় আলোকপাত করেন। তিনি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা অর্জন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আনেন। এক্ষেত্রে অডিট বিভাগকেও 'Whole of the government or whole of society approach' অনুসরণ করতে হবে মর্মে তিনি উলেখ করেন। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স'-এর অঙ্গীকার তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। সে জন্য সিএজি কার্যালয়, দুদক এবং তথ্য কমিশনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া তথা দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় সরকারের জন্য সহায়ক হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদ তাঁর বক্তব্যে সিএজি কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেন অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগে নিয়োজিত চৌদ্দ হাজার কর্মচারীর আজ গভীরভাবে আনন্দিত। তিনি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তৃতায় সিএজি কার্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত হয়-

- সরকারি অর্থ ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা অর্জনে বাংলাদেশের সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশন 'Aid to the management' হিসেবে কাজ করছে।
- প্রজাতন্ত্রে কর্মরত ১৭ লক্ষেরও অধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পে-ফিক্সেশন, পেনশন ফিক্সেশন, বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা প্রদান, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় খাতের যাবতীয় বিল এবং ৭ লক্ষেরও অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর ভাতা প্রদান যথাক্রমে সিজিএ, সিজিডিএফ এবং এডিজি(ফিন্যান্স) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- অডিট ও হিসাব প্রণয়নের দায়িত্ব পালনে কর্মচারীর সংখ্যা ৭৮১৮ জন এবং অধীনস্থ কার্যালয়ের সংখ্যা ৫৯০টি।
- অডিট কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে সরকারের ৫৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ সর্বমোট ২২৪৩১টি ইউনিট।
- বিগত ৪৫ বছর ধরে সরকারি সম্পদের অপব্যবহার,

অপচয়, আত্মসাৎ ও ক্ষতি তথা সরকারি ব্যয় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সিএজি কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সিএজি কর্তৃক ৫৬টি অডিট রিপোর্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৪ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা আদায় ও সমন্বয় হয়েছে।
- নিরীক্ষা কার্যে প্রতি ০১(এক) টাকা খরচের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়েছে ২৩৫ টাকা।
- মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের আওতায় ১৩ জন কর্মকর্তা CIPFA Professional Course চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ২৫ জন Advance Diploma Level, ৪১ জন Diploma Level এবং ১৭৬ জন Certificate Level সম্পন্ন করেছেন।
- পোস্ট অডিট ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার এএমএমএস এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।
- SAI Bangladesh এর অডিটের গুণগত মান পর্যালোচনা করার জন্য প্রথমবারের মত SAI India কর্তৃক Peer Review পরিচালনা করা হয়েছে।
- প্রচলিত ইউনিট বেইজড অডিট হতে এনটিটি ওয়াইড অডিট এর প্রবর্তন।
- International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) – কে অনুসরণ করে অডিটের মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে।
- Vision 2021 এর অন্যতম কর্মসূচী দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সিএজি কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আর্থিক অনিয়ম সংঘটন সংক্রান্ত তথ্য নিরীক্ষাদল অনুসন্ধান করে থাকে।
- তিনি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের লালন করার নীতির প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াকে সরকারি চাকরিতে সসম্মানে পুনর্বাসিত করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বক্তব্যের শেষাংশে সিএজি মহোদয়, অডিট বিভাগের কতিপয় পদের মানোন্নয়নসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব সদয় বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

বক্তব্য সমাপনান্তে সিএজি মহোদয় অডিট ভবনে প্রথমবারের মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে তাঁর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদের হাতে তাঁর তরফ থেকে একটি শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদ

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই তিনি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতার দূরদৃষ্টির কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১১ মে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে বলে তিনি অভিহিত করেন। তাঁরই শাসনামলে The Comptroller and Auditor General Additional Functions Act, ১৯৭৪ প্রণীত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি এবং জনগণের অর্থ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, জনগণের অর্থের সঙ্গে কোন অনিয়ম বা অসততা বরদাশ্‌ত করা হবে না। অর্থের অপচয়, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, বিধি-বহির্ভূত পরিশোধ, আয়কর ও ভ্যাট আদায় না করা, আইন, বিধি, নির্বাহী আদেশ পালন না করা, সরকারি নিয়ম-নীতি ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা, আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা সহ নানা অনিয়ম উদ্‌ঘাটনে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়ন সূচকের ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে গৃহীত প্রকল্পগুলো সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ভূমিকা রাখছে কিনা তা নিরুপনে অধিক পরিমাণে পারফর্মেন্স অডিট সম্পন্ন করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গতানুগতিক অডিটের বাইরে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অডিট, আইটি অডিট, পরিবেশ বিষয়ক অডিট পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন। ডিজিটাইজেশনের এই যুগে অডিট বিভাগ তাঁর নিজস্ব সফ্‌টওয়্যার এএমএমএস এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত হবে এবং এর মাধ্যমে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন অডিট রিপোর্ট যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশে ইতোমধ্যে আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আইটি অডিট অধিদপ্তর নামে স্বতন্ত্র অধিদপ্তর সৃষ্টির বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি জ্ঞাত আছেন যা অনুমোদিত হলে আইটি অডিট ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি মনে করেন। ডিজিটাইজেশনের পাশাপাশি এর নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মত ঘটনা ঘটেছে। কাজেই এক্ষেত্রে তিনি সাইবার অপরাধ সম্পর্কে আরো বেশি সজাগ থাকার ওপর তাগিদ প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে MDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাঁর সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। অধিকন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG বাস্তবায়নে তাঁর সরকার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে বলে তিনি জানান। SDG এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে ৫৬টি ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি অভিহিত করেন। তিনি আরো জানান, SDG এর অন্যতম লক্ষ্য হলো পারস্পরিক সহোযোগিতার মাধ্যমে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে "SDG বাস্তবায়নে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম" – এর ওপর পরিচালিত পারফর্মেন্স অডিটের পরামর্শ ও সুপারিশ SDG বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

প্রধানমন্ত্রী জনগণের অর্থ সাশ্রয় এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অডিট এন্ড একাউন্টস ডিপার্টমেন্টকে আরো দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করার আহবান জানিয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল যোগান দেয়ার বিষয়টি তাঁর সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে উলেখ করেন। এক্ষেত্রে সরকারের সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রসারিত অডিট ভবনের কিয়দাংশ অবলোকন করেন এবং সিএজি মহোদয়ের কক্ষে বসে পেশাগত বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। অতঃপর বেলা ১১:৪৫ মিনিটে তিনি অডিট ভবন ত্যাগ করেন।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বাংলাদেশের সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনের সম্প্রসারিত অডিট ভবনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অয়োজন করা হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের কর্মচারীগণ ও পরিবারের সদস্যগণ অংশ গ্রহন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সিএজি নিউজ ২০১৮ বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদঃ

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।

আফরোজা সুলতানা সালেহ
অতিঃ উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।

ফাতেমা ইয়াসমিন
পরিচালক (এমআইএস), সিএজি কার্যালয়, অডিট ভবন, ঢাকা।

প্রকাশনায়ঃ

বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা
ফোন: ৮৮-০২-৮৩১ ৮৩৯৫-৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৩১২৬৯০
ওয়েব সাইট: www.cag.org.bd
ই-মেইল: international@cagbd.org